দাদা ভগবান প্ররূপিত

ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর

নয় কলম - সার , সমস্ত শাস্ত্রের

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর

মূল গুজরাতী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্

নমো সিদ্ধানম্

নমো আয়রিয়ানম্

নমো উবজ্ঝায়ানম্

নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্

এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো ,

সব্ব পাবপ্পনাশনো

মঙ্গলানম চ সব্বেসিং ;

পঢ়মং হবই মঙ্গলম্ ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২

ওঁ নমঃ শিবায় ৩

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন - অধ্যাত্মের এক অদ্ভূত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে? ভগবান কে? জগত কে চালায়? কর্ম কি? মুক্তি কি?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরন গ্রামনিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভূত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল , তেমনই অন্য মুমুক্ষুদের-ও তিনি কেবল দু'ঘন্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন । একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি - ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে ? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন ''যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ. এম. প্যাটেল ; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন; আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।''

.....***..... .

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব । তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?

- দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে , দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন । দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহ্ন আমিন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন । দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একইভাবে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন । দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন । নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমূক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে । এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমূক্ষু সংসারে থেকে , সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন ।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে , কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য । অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে । যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে , তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে ।

নিবেদন

আত্মজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই পটেল , যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম এবং ব্যবহার জ্ঞান সম্বন্ধে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছিল , তার রেকর্ড করে, সংকলন আর সম্পাদন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হয়েছে । বর্তমান সংকলন মূল গুজরাতী পুস্তকের অনুবাদ । এই বইতে পরমপূজ্য দাদা ভগবান দ্বারা উদ্ভাসিত নয় কলমকে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে। পরমপূজ্য দাদাজী বলতেন যে এই নয় কলম তো সকল শাস্ত্রের সার, বিচক্ষণ পাঠক এই ভাবনা করতে থাকলে তার জন্ম-জন্মান্তর শুধরে যাবে ।

'অম্বালালভাই'-কে সবাই 'দাদাজী' বলতেন। 'দাদাজী' মানে পিতামহ আর 'দাদা ভগবান' তো উনি নিজেই নিজের ভিতরের পরমাত্মাকে বলতেন। নশ্বর দেহ ভগবান হতে পারে না, সে তো বিনাশশীল। ভগবান তো অবিনাশী আর উনি তাঁকে 'দাদা ভগবান' বলতেন ; যিনি জীবমাত্রের অন্তরে আছেন।

এই অনুবাদে বিশেষরূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এরকম অনুভব করেন । ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতেই বললে , 'আমার হিন্দী মানে গুজরাতী, হিন্দী আর ইংরাজী-র মিশ্রণ, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে তখন ভালোই হবে ।'

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান-এর যথার্থ আধার , যেমনকার তেমন , আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন । মূল গুজরাতী শব্দ, যার বাংলা অনুবাদ উপলব্ধ নয় তা ইটালিক্স্-এ লেখা হয়েছে । যিনি জ্ঞান-এর গভীরে যেতে চান , জ্ঞান-এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান তিনি এই কারণে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন , এই আমাদের নম্র বিনতি । এই বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গে তার সমাধান লাভ করতে পারেন।

এই পুস্তকের কোনো কোনো স্থানে পরমপূজ্য দাদাশ্রীর কথিত বাক্যের অধিক স্পষ্টীকরণ বন্ধনীর মধ্যে করা হয়েছে । দাদাশ্রীর শ্রীমুখনিঃসৃত কিছু কিছু গুজরাতী ও ইংরাজী শব্দ অনুবাদ না করে যেমনকার তেমন রাখা হয়েছে কারণ এই সমস্ত শব্দের যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয় ; সমার্থক শব্দ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ বিষয়ক ভুল-ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ।

সম্পাদকীয়

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরের, বাইরের ব্যবহারে লোকেদের মুখে এরকম শোনা যায় যে যা করতে চাই না তা হয়ে যাচ্ছে ! যা করতে চাইছি তা হচ্ছে না ! খুব ভাবনা করছি, করার দৃঢ় নিশ্চয় আছে, প্রচেষ্টাও করছি, তবুও হচ্ছে না !

সাধকদের নিয়ে সমস্ত ধর্ম উপদেশকদের চিরকালের অভিযোগ এই যে আমরা যা বলছি তা তোমরা আত্মসাৎ করছো না। শ্রোতারাও হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে যে এত এত ধর্ম করা সত্ত্বেও আচরণে কেন আসে না ! এর রহস্য কি ? কোথায় আটকাচ্ছে ? কি ভাবে এই ভুল ভাঙা যায় ?

পরমপূজ্য দাদাশ্রী এই কালের মানুষের ক্ষমতা দেখে সেই অনুসারে এর সমাধান এক নতুন দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দিয়েছেন। পূজ্য দাদাশ্রী বৈজ্ঞানিক স্পষ্টীকরণ করেছেন যে ব্যবহার তো পরিণাম বা এফেক্ট আর ভাব তার কারণ বা কজ্। পরিণামে সোজাসুজি কোন পরিবর্তন করা যায় না ; কিন্তু এই পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে আনা যায়। কারণ বদলালে তো পরিণাম স্বয়ং-ই বদলে যাবে! কারণ বদলানোর জন্যে এখন এই জন্মে নতুন করে ভাব বদলাও। এই ভাব বদলানোর জন্যে পূজ্য দাদাশ্রী নয় কলম-এ দেওয়া ভাবনা ভাবতে শিখিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্র যে উপদেশ দিচ্ছে কিন্তু যা পরিণাম পাচ্ছে না তার সার পূজ্যশ্রী নয় কলম-এর মাধ্যমে দিয়েছেন একেবারে মূল থেকে পরিবর্তন করার চাবিকাঠিরূপে, যা অনুসরন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জীবন তো বটেই, জন্ম-জন্মান্তরও শুধরে নিয়েছে। বাস্তবে এই জন্মে বাহ্য পরিবর্তন হয় না কিন্তু এই নয় কলমের ভাবনা ভাবাতে অন্তরে নতুন কারণ চিরকালের জন্যে বদলে যায় আর অসীম শান্তি থাকে। অন্যের দোষ দেখা বন্ধ হয়ে যায় যা পরম শান্তি লাভের পরম কারণ স্বরূপ হয় ! আর এদের মধ্যে অনেকেই পূর্বজন্মে এই নয় কলমের সমার্থক ভাবনা ভেবে এসেছিল যার ফলস্বরূপ এখন এই লিংক (সূত্র) পেয়ে তা ব্যবহারে তাড়াতাড়ি পরিণাম পেয়েছে !

কোনো প্রকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে হলে তার জন্যে শুধু নিজের অন্তরে বিরাজমান ভগবানের কাছে বারবার শক্তি চাইতে হবে, যা নিশ্চিতরূপে ফল দেবেই ।

পরমপূজ্য দাদাশ্রী নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, 'এই নয় কলম আমি সমস্ত জীবন পালন করে আসছি ; এ'তো মূলধন। অর্থাৎ এ আমার দৈনন্দিন-এর জিনিস (অনুভব) যা ব্যক্ত করলাম। আমি আমার ভিতরের এই নয় কলম যা নিরন্তর চল্লিশ-চল্লিশ বছর ধরে চলে আসছে অন্তরে তা শেষপর্য্যন্ত লোককল্যান হেতু ব্যক্ত করলাম । '

অনেক সাধকের মধ্যে এই মান্যতা দৃঢ় হয়ে যায় যে 'আমি এই নয় কলমের সব কিছু জানি এবং আমার ব্যবহারেও এটা থাকে।' কিন্তু তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমার থেকে কেউ কি দুঃখ পায় ? ঘরের বা কাছের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলে তারা 'হ্যাঁ' বলে। তার অর্থ এই যে সে এটা ঠিকভাবে বোঝে নি। এইরকম জানা কোনো কাজে লাগে না। আসলে জ্ঞানীপুরুষ যা নিজের জীবনে সিদ্ধ করেছেন তা অনুভবী বাণী দ্বারা দিলে তবেই ক্রিয়াকারী হয়। অর্থাৎ এই ভাবনা জ্ঞানীপুরুষের দেওয়া ডিজাইন অনুযায়ী হলে তবেই কাজে আসবে আর মোক্ষমার্গে দ্রুত প্রগতি করাবে ! আর শেষে তো এই পর্য্যন্ত পরিণাম আসে যে নিজের দ্বারা কোনো জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ হয় না! এটুকুই নয়, এই নয় কলমের ভাবনা প্রতিদিন ভাবলে অনেক দোষ ধুয়ে যায় আর মোক্ষমার্গে এগিয়ে যেতে পারে ।

- ডাঃ নীরুবেন অমিন

ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর

(নয় কলম - সার , সকল শাস্ত্রের)

এর থেকে ভাঙে সমস্ত অন্তরায়

আমি তোমাকে একটা বই পড়তে দিচ্ছি। বড় বই নয় , ছোট-ই দিচ্ছি । এটা এমনিই একটু পড়ো ।

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে ।

দাদাশ্রী : একবার এটা পড়ে নাও, পুরোটাই পড়ে নাও। এই যে ওষুধ দিচ্ছি তা পড়ার ওষুধ। এই যে নয় কলম তা শুধু পড়তেই হবে, এ ওষুধ অন্য কিছু করার নয়। তুমি আর যা করছো তা ঠিক আছে কিন্তু এটা শুধু ভাবনা করারই ওষুধ ; সেইজন্যে এটা যে দিচ্ছি তা পড়তে থাকবে। এর থেকে সমস্ত ধরনের অন্তরায় ভেঙে যাবে ।

তাই আগে এক-দু মিনিটের জন্যে এই নয় কলম পড়ে নাও ।

প্রশ্নকর্তা : নয় কলম . . .

১. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার অহং-কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি আমাকে দিন।

আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার অহম্ কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না পায় এমন স্যাদ্বাদ্ বাণী , স্যাদ্বাদ্ ব্যবহার আর স্যাদ্বাদ্ মনন করার পরম শক্তি দিন ।

২. হে দাদা ভগবান ! আমাকে, যেন কোনো ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি , আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।

আমাকে, কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদ্‌বাদ্ বাণী , স্যাদ্‌বাদ্ ব্যবহার আর স্যাদ্‌বাদ্ মনন করার পরম শক্তি দিন ।

৩. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন ।

৪. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার , না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

৫. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনও কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু, ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

৬. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার প্রতি, স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোনো লিঙ্গধারী হোক না কেন তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্পর্কিত দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্পর্কিত দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।
আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

৭. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো প্রকার রসের প্রতি লোভ না করার শক্তি দিন। সর্বরসযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার পরম শক্তি দিন।

৮. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

৯. হে দাদা ভগবান ! আমাকে জগৎকল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

(দিনে তিনবার করে বলার)

এইটুকু তোমাকে 'দাদা'-র কাছে চাইতে হবে। এ প্রত্যেকদিন শুধু যন্ত্রবৎ পড়ে যাওয়ার বস্তু নয়, অন্তরের অন্তঃস্থলে রাখার বস্তু। এ প্রত্যেকদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার বস্তু। এটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার চলে আসে।

দাদাশ্রী : প্রত্যেকটা শব্দ পড়লে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, সব ভালো করে পড়ে নিয়েছি ।

অহং দুঃখ না পায় . . .

প্রশ্নকর্তা : ১. 'হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার অহং-কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার অহম্ কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না পায় এমন স্যাদ্বাদ্ বাণী , স্যাদ্বাদ্ ব্যবহার আর স্যাদ্বাদ্ মনন করার পরম শক্তি দিন ।' এটা বুঝিয়ে দিন ।

দাদাশ্রী : কারোর অহংকার দুঃখ না পায় সেইজন্য আমরা স্যাদ্বাদ্ (সর্বজনগ্রাহ্য) বাণী প্রার্থনা করি। এরকম বাণী আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে উৎপন্ন হবে। আমি যে বাণী বলছি তা এই ভাবনা ভাবার ফলরূপে পেয়েছি।

প্রশ্নকর্তা : কারোর অহংকারকে দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয় তো তার অর্থ এই নয় তো যে কারোর অহংকারকে পুষ্টি দিতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, এ কারোর অহংকারকে পুষ্ট করার নয়। এ তো কারোর অহংকারকে দুঃখ না দেওয়া হয় সেটা দেখতে হবে। আমি বলছি কাঁচের পেয়ালা ভেঙে ফেলো না। তার অর্থ এই নয় যে কাঁচের পেয়ালা সামলাতে থাকো। এ নিজের জায়গাতে সুরক্ষিতই আছে ; একে ভেঙো না। যদি এটা ভেঙে যাচ্ছে তো তুমি তোমার নিমিত্তে একে ভেঙো না। আর তোমাকে শুধু এই ভাবনা করতে হবে যে আমার জন্যে কোনো জীব যেন কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায়। এর অহংকার যেন ভেঙে না যায় । একে উপকারি বলে মনে করি ।

প্রশ্নকর্তা : কাজে-কর্মে বা ব্যবসায়ে সামনের জনের অহংকার দুঃখ না পায় এরকম সব সময় হয় না ; কারোর না কারোর অহংকারে তো আঘাত লেগেই যায়।

দাদাশ্রী : এ'কে অহংকারকে দুঃখ দেওয়া বলে না। অহংকারকে দুঃখ দেওয়া মানে কি ? ধরো কেউ কিছু বলতে গেলো আর তুমি তাকে বললে, 'বোস, বোস, তুমি কিছু বলবে না।' এইভাবে এর অহংকারকে দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয়। আর কাজে-কর্মে যে অহংকার দুঃখ পায় বলছো বাস্তবে তা অহংকারের দুঃখ হয় না ; এ তো মন ভিতরে দুঃখ পায় ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অহংকার ভাল জিনিস নয় তো অহংকারকে দুঃখ দিলে আপত্তি কোথায় ?

দাদাশ্রী : ও নিজেই এখন অহংকার-স্বরূপ হয়ে আছে তাই ওকে দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয়। ও যা কিছু করে তাতে 'আমিই করছি' এরকম মনে করে। সেইজন্যে দুঃখ দেবে না। তুমি তোমার ঘরেও কাউকে বকাবকি করবে না, কারোর অহংকারে আঘাত না পৌঁছায় সেভাবে চলবে। কারোর অহংকারকে আঘাত দেওয়া উচিৎ নয়। অহংকারকে আঘাত করলে মানুষের মধ্যে ভেদ তৈরী হয়ে যায় ; পরে আর কোনোদিন একাত্ম হতে পারে না। তুমি কাউকে এরকম বলবে না যে, 'তুই তো ইউজ্‌লেস্‌

(অপদার্থ), তুই এরকম, তুই সেরকম।' এরকম করে কাউকে নীচে নামাবে না। হ্যাঁ, বকতে পারো, বকাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যে কোনো উপায়ে হোক এর অহংকারকে দুঃখ না দিয়ে। মাথায় আঘাত লাগলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কোনোভাবেই যেন ওর অহংকারের উপর আঘাত না লাগে। কারোর অহংকার ভাঙা উচিৎ নয়।

কোনো মজদুরকেও কখনও তিরস্কার করবে না। তিরস্কার করলে ওর অহংকার আঘাত পায়। তোমার যদি ওকে প্রয়োজন না হয় তো বলবে, 'ভাই, আমার আর তোমাকে দরকার নেই।' আর ওর অহংকার যাতে আঘাত না পায় সেজন্যে একে পাঁচটাকা বেশী দিয়ে বিদায় করবে। পয়সা তো এসে যাবে কিন্তু ওর অহংকার যেন আঘাত না পায়। নয়তো সে শত্রুতা করবে , ভয়ঙ্কর দ্বেষ বাঁধবে ! তোমার কল্যাণ হতে দেবে না, মাঝখানে চলে আসবে।

এ খুব গভীর কথা। এ সত্ত্বেও যদি কারোর অহংকারকে তুমি আঘাত দিয়েছো তো এখানে আমার কাছে (এই কলম অনুসারে) শক্তি চাইবে। অর্থাৎ যা হয়ে গেছে তার থেকে অভিপ্রায় আলাদা রাখলে বেশী দায়িত্ব থাকে না। কারণ তোমার অভিপ্রায় এখন আলাদা হয়ে গেছে। অহংকারকে আঘাত দেওয়ার যে অভিপ্রায় ছিল তা এই শক্তি চাওয়াতে আলাদা হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : অভিপ্রায় থেকে আলাদা হওয়ার মানে কি ?

দাদাশ্রী : 'দাদা ভগবান' তো বুঝে গেছেন যে এখন এই বেচারার আর কারোর অহংকারকে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছা নেই। নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও হয়ে যাচ্ছে। আর জগতের লোকেদের তো ইচ্ছাকৃত হচ্ছে। অর্থাৎ কলম বললে এই হয় যে আমাদের অভিপ্রায় আলাদা হয়ে যায়। সেইজন্য আমরা এদিক থেকে মুক্ত হয়ে যাই ।

অর্থাৎ শক্তি-ই চাইতে হবে। তোমার কিছু করার নেই শুধু শক্তি-ই চাইবে। এতে কাজ কিছু করার নেই ।

প্রশ্নকর্তা : শক্তি চাওয়ার কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু আমার কি করা উচিৎ যাতে অন্যের অহংকারকে দুঃখ না দিয়ে দিই ?

দাদাশ্রী : না, এরকম কিছু করার নেই। এই কলম অনুসারে তুমি শুধু বলবে, ব্যস ! আর কিছু করার নেই। এখন যে অহংকারকে আঘাত করা হয়ে যাচ্ছে সেটা ফল (ডিস্চার্জে) এসেছে । এখন যা হয়ে যাচ্ছে তা 'ডিসাইডেড' হয়ে আছে , একে আটকানো যায় না। একে বদলাতে যাওয়া মানে শুধু মাথা কোটা । কিন্তু এই কলম বলার পরে আর দায়িত্ব থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা : আর এ'তো খাঁটি হৃদয়ে বলতে হবে ।

দাদাশ্রী : এ সব কিছুই খাঁটি হৃদয় দিয়েই করতে হবে। আর যে মানুষ করে সে খাঁটি হৃদয়েই করে, মিথ্যা করে না। কিন্তু এতে নিজের অভিপ্রায় আলাদা হয়ে গেলো । এ তো এক প্রকার খুব বড় বিজ্ঞান , বোঝার মত ।

তোমাকে তো নয় কলম শুধু বলতেই হবে, এর অনুসারে কিছু করতে হবে না। শক্তি-ই চাইবে যে, 'দাদা ভগবান, আমাকে শক্তি দিন। আমার এই শক্তির প্রয়োজন আছে।' তাতে তুমি শক্তি পাবে আর তোমার দায়িত্ব চলে যাবে। কিন্তু জগৎ কি জ্ঞান দিচ্ছে ? 'এরকম করো না।' আরে ভাই, আমি করতে চাই না, তবুও হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যে তোমার এই জ্ঞান আমার 'ফিট' (অনুকূল) হচ্ছে না। এই যে তুমি বলছো এতে ভবিষ্যতে কিছু বন্ধ হবে না আর বর্তমানেও কিছু বন্ধ হচ্ছে না ; এতে দুদিকেই লোকসান হচ্ছে। সেইজন্যে 'ফিট' হয় এমন কিছু দরকার ।

ভাব প্রতিক্রমণ , তৎক্ষণাৎ-ই

প্রশ্নকর্তা : যখন অন্যের অহংকারকে আঘাত দিয়ে ফেলি, তখন এরকম মনে হয় যে আমার অহংকার-ই তো বললো ?

দাদাশ্রী : না, এরকম মানে করার দরকার নেই। আমাদের জাগৃতি কি বলছে ?

এ হলো আমাদের মোক্ষমার্গ অর্থাৎ অন্তরমুখী মার্গ। অন্তরের জাগৃতিতে নিরন্তর থাকা আর অন্যের অহংকারকে আঘাত দিলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রমণ করে নেওয়াই আমাদের কাজ। তুমি তো অনেক প্রতিক্রমণ করো, তাতে আর একটা বেশী করবে ! আমিও কখনও কারো অহংকারকে আঘাত দিয়ে ফেললে সাথে সাথেই প্রতিক্রমণ করে নিই ।

সেইজন্য রোজ সকালে এই বলবে যে, 'আমার মন-বচন-কায়া দিয়ে কোনো জীবের কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ যেন না হয়।' এটা পাঁচবার বলে ঘর থেকে বেরোবে আর তার পরে যদি কেউ দুঃখ পায় তো তা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় তার প্রতিক্রমণ করে নেবে ।

প্রতিক্রমণ মানে কি ? দাগ লাগআর সাথে সাথেই ধুয়ে নেবে। তাহলে পরে কোনো অসুবিধা হবে না। ঝঞ্ঝাট-ও হবে না। প্রতিক্রমণ কে করে না ? যার জ্ঞান নেই, অজ্ঞানরূপী বেহুঁশ অবস্থায় আছে সেই মানুষ প্রতিক্রমণ করে না। নয়তো আমি যাদের জ্ঞান দিয়েছি তারা কিরকম মানুষ হয়ে গেছে ? তারা বিচক্ষণ পুরুষ হয়ে গেছে। প্রতি মুহুর্তে বিচার করতে থাকে। বাইশ তীর্থঙ্করের অনুগামীরা বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁরা 'শ্যুট অন সাইট' প্রতিক্রমণই করতেন। দোষ হলো কি সাথে সাথেই 'শ্যুট্' ! আর আজকের মানুষ এরকম করতে অক্ষম , তাই ভগবান রায়শী-দেবশী (সারা রাতে যে দোষ হয়েছে তার জন্যে সকালে ক্ষমা চাওয়া আর সারা দিনে যে দোষ হয়েছে তার জন্যে রাতে ক্ষমা চাওয়া) , পক্ষকালের আর পর্যূষনে সারা বছরের প্রতিক্রমণের কথা বলেছেন ।

স্যাদ্বাদ্ বাণী , ব্যবহার , মনন . . .

প্রশ্নকর্তা : এখন 'কারোর অহংকার আঘাত না পায় এরকম স্যাদ্বাদ্ বাণী, স্যাদ্বাদ্ ব্যবহার আর স্যাদ্বাদ্ মনন করার শক্তি দিন' - এই তিনটে একটু বোঝান ।

দাদাশ্রী : স্যাদ্বাদ্-এর অর্থ এই যে সবাই কোন ভাব থেকে, কোন 'ভিউপয়েন্ট' (দৃষ্টিকোন) থেকে বলছে তা আমাদের বুঝতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : অন্য ব্যক্তির 'ভিউপয়েন্ট' বুঝতে পারাকে কি স্যাদ্‌বাদ্‌ বলে ?

দাদাশ্রী : অন্য ব্যক্তির 'ভিউপয়েন্ট' বুঝে সেই অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করাকেই স্যাদ্‌বাদ্‌ বলে। ওর 'ভিউপয়েন্ট'কে আঘাত না দেওয়া হয় এরকম ব্যবহার করবে। চোরের 'ভিউপয়েন্ট'-এরও দুঃখ না হয় এইভাবে যদি কথা বলো তো তার নাম স্যাদ্‌বাদ্‌ !

এই যে আমি কথা বলি তা মুস্‌লিম হোক বা পারসী হোক , সবাই সমানভাবে বুঝতে পারে। কারোর মান্যতাকে আঘাত দেওয়া হয় না যে, 'পারসীরা তো এরকম বা স্থানকবাসী (জৈন)-রা তো ওইরকম। কারোর দুঃখ যেন না হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে কোনো চোর বসে আছে আর আমি যদি তাকে বলি যে চুরি করা ভালো নয় তাহলে তার মনে দুঃখ তো হবেই ?

দাদাশ্রী : না, এরকম বলবে না। তোমার ওকে বোঝানো উচিৎ যে, 'চুরি করার ফল এরকম আসে, তোমার যদি তা ঠিক লাগে তো করো।' এরকম বলবে, অর্থাৎ কথা রীতি-নিয়ম মেনে বলতে হবে। তাহলেই সে শুনবে ; নয়তো ও তো শুনবেই না আর তোমার কথা বলাই ব্যর্থ হবে। তোমার বলা ব্যর্থ তো হবেই , উল্টে তোমার সাথে শত্রুতা বেঁধে নেবে যে, 'বড় উপদেশক এসেছেন !' এমনটা হওয়া উচিৎ নয় ।

লোকেরা বলে যে চুরি করা খারাপ কাজ। কিন্তু চোর মনে করে যে চুরি করা ওর ধর্ম। কেউ যদি আমার কাছে চোরকে নিয়ে আসে তো আমি একান্তে ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করবো যে, 'ভাই, এই বিজ্‌নেস্‌ তোমার ভাল লাগে কি ? তোমার পছন্দ হয় কি ?' তখন ও ওর সব বৃত্তান্ত বলবে। আমার কাছে ওর ভয় লাগবে না। মানুষ ভয়ের জন্য মিথ্যা কথা বলে। পরে আমি ওকে বোঝাবো যে, 'এই কাজ যে তুমি করছো তার জবাবদিহি কি , তার ফল কি তা কি তুমি জানো ?' আর 'এ চুরি করে' এমনটা আমার মনের মধ্যে থাকে না। এরকম যদি আমার মনে থাকত তো তার প্রভাব ওর ওপর পড়তো। প্রত্যেকে নিজের ধর্মতে থাকে। কোনো ধর্মের মান্যতাকে যেন দুঃখ দেওয়া না হয় ; এরই নাম স্যাদ্‌বাদ্‌ বাণী । স্যাদ্‌বাদ্‌ বাণী সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেকের

প্রকৃতি আলাদা আলাদা হয় , তবুও স্যাদ্‌বাদ্ বাণী কারোর প্রকৃতির প্রতি দ্বেষ রাখে না ।

প্রশ্নকর্তা : স্যাদ্‌বাদ্ মনন মানে কি ?

দাদাশ্রী : স্যাদ্‌বাদ্ মনন অর্থাৎ মনের মধ্যেও, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কোনো ধর্মের মান্যতা যেন কিছুমাত্র আঘাত না পায়। ব্যবহারে তো হওয়া উচিত-ই নয় কিন্তু এরকম ভাবনা করাও অনুচিত। মুখে বলা তো আলাদা কিন্তু মনেও যেন এরকম ভালো ভাবনাই আসে যা অন্য ব্যক্তির মান্যতাকে আঘাত দেয় না, কারণ মনের ভাবনার স্পন্দন অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তাই এরা মুখ ফুলিয়ে থাকে। কারণ তোমার (খারাপ) ভাবনা ওর মনে পৌঁছে ওর উপর প্রভাব ফ্যালে ।

প্রশ্নকর্তা : কারোর প্রতি মনে খারাপ ভাবনা এলে কি প্রতিক্রমণ করবো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, নয়তো পরে ওর মন বিরূপ হবে। আর প্রতিক্রমণ করলে এর মন যদি বিরূপ হয়েও থাকে তো পরে ঠিক হয়ে যাবে। কারোর জন্যেই খারাপ বা এটা-সেটা বিচার-ও করবে না। কিছুই করবে না। সবাই নিজেরটা সামলাও। নিজে নিজেরটা সামলাও , আর অন্য কোনো ঝামেলায় যাবে না ।

ধর্মের মান্যতা আঘাত না পায় . . .

প্রশ্নকর্তা : ২. হে দাদা ভগবান ! আমি যেন কোনো ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি , কাউকে দিয়ে আঘাত না করাই অথবা কাউকে আঘাত করার অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি আমাকে দিন ।

আমার দ্বারা যেন কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌছায় এমন স্যাদ্‌বাদ্ বাণী , স্যাদ্‌বাদ্ ব্যবহার আর স্যাদ্‌বাদ্ মনন করার পরম শক্তি আমাকে দিন ।

দাদাশ্রী : কারোর মান্যতাকে আঘাত দেওয়া অনুচিত । কেউ ভুল - এমনটাও যেন মনে না হয়। 'এক'-কে সংখ্যা বলে কি বলে না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : তো 'দুই'-কে সংখ্যা বলে কি বলে না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ , বলে ।

দাদাশ্রী : তো 'একশো' সংখ্যাওয়ালারা কি বলে ? আমারটা ঠিক আর তোমারটা ভুল। এরকম বলতে নেই। সবারটাই ঠিক। 'এক'-টা 'এক'-এর মত, 'দুই'-টা 'দুই'-এর মত, প্রত্যেকে তার নিজের নিজের জায়গায় ঠিক থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকের (ভিউপয়েন্ট) যে স্বীকার করে নেয় তাকেই স্যাদ্বাদ্ বলে। একটি বস্তু তার গুণধর্মতে থাকে কিন্তু তুমি যদি এর কিছু গুণকে স্বীকার করো আর অন্য সব গুণকে অস্বীকার করো তো তা ভুল। স্যাদ্বাদ্ মানে প্রত্যেকের মান্যতা অনুসারে হওয়া। 360 ডিগ্রীতে পৌঁছালে সবারটাই ঠিক লাগে কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত এর ডিগ্রী অনুযায়ী এ ঠিক আর ওর ডিগ্রী অনুযায়ী ও ঠিক ।

কোনো ধর্ম খারাপ এরকম আমরা বলতে পারি না। প্রত্যেক ধর্মই ঠিক, কেউ ভুল নয়। আমরা কাউকে ভুল বলতেই পারি না। সেটা তার ধর্ম। মাংসাহার করলে আমরা তাকে ভুল কি করে বলতে পারি ? ও বলবে, 'মাংসাহার করা আমার ধর্ম।' তো আমরা তাকে 'মানা' করতে পারি না। এটাই ওর মান্যতা, ওর বিলীফ। আমরা কারোর বিলীফকে খন্ডন করতে পারি না। কিন্তু কেউ শাকাহারী পরিবারে জন্মে যদি মাংসাহার করে তো তাকে আমরা বলতে পারি যে, 'ভাই, এটা ঠিক নয়।' তার পরেও যদি সে মাংসাহার করে তো আমরা তার বিরোধ করতে পারি না। আমাদের বোঝাতে হবে যে এই বস্তু হেল্পফুল (সহায়ক) নয় ।

স্যাদ্বাদ্ অর্থাৎ কোনো ধর্মের মান্যতাকে আঘাত না দেওয়া। যতটুকু সত্য এতে আছে তাকে সত্য বলে আর যতটুকু অসত্য আছে তাকে কিন্তু অসত্যও বলে। একেই

মান্যতাকে আঘত না দেওয়া বলে। ক্রীশ্চান মান্যতা , মুসলিম মান্যতা , কোনো ধর্মেরই মান্যতাকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। কারণ সবাই একসময় 360 ডিগ্রীর মধ্যে চলে আসবে। রিয়্যাল ইজ্ দ্য সেন্টার অ্যান্ড অল দীজ্ আর রিলেটিভ ভিউজ্ (মধ্যবিন্দুই সত্যি আর বাকি সব সাপেক্ষ দৃষ্টিকোণ)। সেন্টারে যারা আছে তাদের জন্যে রিলেটিভ ভিউ সবই সমান। ভগবানের স্যাদ্‌বাদ্ মানে কারোর কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না হয় ; তা সে যে ধর্মই হোক না কেন !

অর্থাৎ স্যাদ্‌বাদ্ মার্গ এরকমই হয়। প্রত্যেকের ধর্মকে স্বীকার করতে হবে। সামনের ব্যক্তি দুই ঘুষি মারলেও তা তোমাকে স্বীকার করতে হবে কারণ সম্পূর্ণ জগৎ নির্দোষ। দোষী যে দেখাচ্ছে তা তোমার দোষের কারণে দেখাচ্ছে। বাস্তবে জগৎ দোষী নয়-ই । কিন্তু তোমার বুদ্ধি দেখাচ্ছে যে এ ভুল করলো ।

অবর্ণবাদ , অপরাধ , অবিনয় . . .

প্রশ্নকর্তা : ৩. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন । এর মধ্যে যে অবর্ণবাদ শব্দ আছে তার যথার্থ মানে কি ?

দাদাশ্রী : যে কোনো উপায়ে যেটা যেমন তাকে সেরকম না বলে উল্টো বলাকে অবর্ণবাদ বলে। যেমন আছে তেমন তো বলেই না , তার উপর আবার উল্টো বলে। যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি চিত্রণ করে আর ভুলকে ভুল এবং ঠিককে ঠিক বললে তাকে অবর্ণবাদ বলে না। কিন্তু সবই ভুল বললে তাকে অবর্ণবাদ বলে। যে কোনো মানুষের মধ্যে কিছু ভাল তো থাকে, না কি থাকে না ? আর কিছু খারাপও থাকে। কিন্তু যদি একে পুরোই খারাপ বলা হয় তো তাকে অবর্ণবাদ বলে। 'এই ব্যাপারে একটু এরকম আর অন্য ব্যাপারে খুব ভালো' এরকম বলা উচিৎ।

অবর্ণবাদ অর্থাৎ তুমি কারোর সম্পর্কে জানো যে তার কিছু গুণ আছে , তা জানা সত্বেও এর বিরুদ্ধে বলো ; যে গুণ এর নেই তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলো তো তা সবই অবর্ণবাদ। বর্ণবাদ অর্থাৎ যা আছে সেটা বলা আর অবর্ণবাদ অর্থাৎ যা নেই

তা বলা। একে তো খুব বড় বিরাধনা বলে, সব থেকে বড় বিরাধনা বলে। অন্য সাধারন মানুষের সম্বন্ধে বললে তাকে নিন্দা বলে আর মহান পুরুষদের সম্পর্কে বললে তাকে অবর্ণবাদ বলে। মহান পুরুষ অর্থাৎ যাঁরা অন্তরমুখী হয়েছেন তাঁরা , মহান পুরুষ অর্থাৎ যারা ব্যবহারে বড় যেমন প্রেসিডেন্ট - তাদের জন্যে নয় কিন্তু যাঁরা অন্তরমুখী তাঁদের জন্যে অবর্ণবাদ বলে। এরকম বলা খুব বিপজ্জনক !! এ' তো বিরাধনার চেয়েও খারাপ ।

প্রশ্নকর্তা : উপদেশক, সাধু, আচার্য্যদের জন্যে বলছেন কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এরা সবাই। এঁরা রাস্তায় আছেন কি নেই, জ্ঞান আছে না নেই তা তোমার দেখার দরকার নেই। এঁরা ভগবান মহাবীরের আরাধনা করছেন তো । এঁরা যাই করুন না কেন, ঠিক অথবা ভুল তা ভগবান মহাবীরের নাম নিয়েই করছেন তো? সেইজন্যে এঁদের অবর্ণবাদ করতে পারো না ।

প্রশ্নকর্তা : অবর্ণবাদ আর বিরাধনার মধ্যে পার্থক্য কি ?

দাদাশ্রী : যারা বিরাধনা করছে তারা তো উল্টো চলেছে, নীচে যাচ্ছে, অধোগতিতে যায়। আর যারা অবর্ণবাদ করছে তারা যদি পরে প্রতিক্রমণ করে নেয় তো তাদের কোনও অসুবিধা হয় না ; পরে রেগুলার হয়ে যায়। কারোর অবর্ণবাদ করে পরে প্রতিক্রমণ করে নিলে পরিষ্কার হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : অবিনয় আর বিরাধনার বিষয়ে একটু বোঝান ।

দাদাশ্রী : অবিনয়কে বিরাধনা বলে না। অবিনয়কে তো নিচের স্টেজ বলে আর বিরাধনা তো সত্যিকারের অবজ্ঞা, বিরোধ করাকে বলে। অবিনয় অর্থাৎ আমার কিছু লেনা-দেনা নেই , এরকম। বিনয় দেখায় না , তাকে অবিনয় বলে ।

প্রশ্নকর্তা : অপরাধ মানে কি ?

দাদাশ্রী : আরাধনা করলে মানুষ উঁচুতে ওঠে আর বিরাধনা করলে নীচে নামে। কিন্তু অপরাধ করলে তো দু'দিক দিয়েই মার খায়। অপরাধ যারা করে তারা নিজেরাও এগোয় না আর কাউকে এগোতেও দেয় না। একেই অপরাধী বলে ।

প্রশ্নকর্তা : আর বিরাধনাতেও কাউকে এগোতে দেয় না তো ?

দাদাশ্রী : কিন্তু বিরাধনা যারা করে তারা তবুও ভালো। কেউ জানতে পারলে যদি বলে যে, 'কি জন্যে তুমি এদিকে যাচ্ছো ? আমেদাবাদ কি এদিকে ?!' তো ও পিছনে ফিরে আসে কিন্তু অপরাধী তো পিছনেও ফেরে না আর আগেও যায় না। যারা বিরাধনা করে তারা উল্টো চলে বলে তো পড়ে যায় !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যারা বিরাধনা করে তারা পিছনে ফেরার সুযোগ পায় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ফিরে আসার সুযোগ তো পায় !

প্রশ্নকর্তা : অপরাধ যারা করে তারা পিছনে ফেরার সুযোগ পায় কি ?

দাদাশ্রী : এ' তো পিছনে ফিরতেও পারে না আর এগোতেও পারে না। ওর তো কোনও শ্রেণী-ই নেই ; এগোয়-ও না আর পিছোয়-ও না। যখনই দ্যাখো তখনই যেখানকার সেখানেই আছে - এরই নাম অপরাধ ।

প্রশ্নকর্তা : অপরাধের ডেফিনেশন কি ?

দাদাশ্রী : বিরাধনা অনিচ্ছাকৃত হয় আর অপরাধ ইচ্ছাকৃত হয়।

প্রশ্নকর্তা : এ কিভাবে হয় দাদাজী ?

দাদাশ্রী : জেদ চড়ে তো অপরাধ করে । এখানে বিরাধনা করা অনুচিত তা জানা সত্ত্বেও বিরাধনা করে - তা অপরাধে যায় । যারা বিরাধনা করে তারা মুক্তি পেতে

পারে কিন্তু যারা অপরাধ করে তারা মুক্তি পায় না । প্রচন্ড বেশী অহংকার হলে তবেই অপরাধ করতে পারে । সেইজন্যে নিজেই নিজেকে বলতে হবে যে, 'ভাই, তুমি তো পাগল ! অকারণে মেজাজ (অহংকারের) নিয়ে চলেছো। লোকেরা জানে না, কিন্তু আমি তো জানি তুমি কিরকম ? তুমি তো পাগল !' এইভাবে নিজেকে উপায় বের করতে হয়। প্লাস আর মাইনাস করতে হয়। শুধুমাত্র গুণ করতে থাকলে কোথায় পৌঁছাবে ? সেইজন্য তুমি ভাগাকার করবে । যোগ-বিয়োগ প্রকৃতির অধীন হয়, কিন্তু ভাগ-গুণ মানুষের হাতে । অহংকার দিয়ে যদি সাতগুণ করা হয়ে থাকে তো সাত দিয়ে ভাগ করবে তাহলে হল নিঃশেষ !

প্রশ্নকর্তা : কারোর নিন্দা করাটা কিসের মধ্যে পড়ে ?

দাদাশ্রী : নিন্দাকে তো বিরাধনা বলে। কিন্তু প্রতিক্রমণ করলে তা চলে যায় অবর্ণবাদের মত। তাই তো আমি বলি যে কারোর নিন্দা করো না। তবুও লোকে পিছনে নিন্দা করে। আরে, নিন্দা করতে নেই। এই বাতাবরন সমস্তটাই পরমানুতে ভরা, সেইজন্য সব ওর কাছে পৌঁছে যায়। কারোর জন্যে একটা শব্দও কিন্তু দায়িত্ব না নিয়ে বলতে পারো না। আর কিছু বলতে হয় তো ভালো বলবে। কীর্তির কথা বলবে, অপকীর্তির কথা বলবে না ।

সেইজন্যে কারোর নিন্দার মধ্যে যাবে না। গুনগান করতে না পারলে আপত্তি নেই কিন্তু নিন্দা করবে না। নিন্দা করলে তোমার লাভ কিছু হবে কি ? এতে তো খুব লোকসান হয়। অত্যন্ত লোকসান যদি এই জগতে কিছুতে হয় তো তা নিন্দা করার জন্য হয়। সেইজন্য কারোরই নিন্দা করার কারণ হওয়া উচিৎ নয় ।

এখানে তো নিন্দা বলে কোনো বস্তু হয় না। আমরা বোঝার জন্যে কথা বলছি যে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ ! ভগবান কি বলেছেন ? বলেছেন যে খারাপকে খারাপ বলে জানো আর ভালো-কে ভালো বলে জানো। কিন্তু খারাপকে চেনার সময় এর উপর কিঞ্চিৎমাত্র দ্বেষ-ও যেন না হয় আর ভালো-কে চেনার সময়ে এর উপর কিঞ্চিৎমাত্র রাগ-ও যেন না হয় । খারাপকে খারাপ বলে না চিনলে ভালো-কে ভালো বলে চেনা যায় না। সেইজন্য আমি বিশদভাবে বলছি ; জ্ঞানীর কাছ থেকেই জ্ঞানকে

বোঝা যায় ।

অভাব , তিরস্কার করতে নেই . . .

প্রশ্নকর্তা : ৪. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার , না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমার কারোর প্রতি অভাব আছে, যেমন ধরো তুমি অফিসে বসে আছো আর কেউ এলো ; তার প্রতি তোমার মনে অভাব, তিরস্কারভাব হলো। তাহলে তোমাকে মনে মনে ভাল করে বিচার করে ওর জন্যে অনুশোচনা করতে হবে যে এরকম হওয়া উচিৎ হয় নি ।

এই তিরস্কার থেকে কখনও মুক্ত হওয়া যায় না। এতে তো নিখাদ শত্রুতাই বেঁধে নেয়। কাউকে কিঞ্চিৎমাত্রও তিরস্কার করলে, আরে এই নির্জীবকেও তিরস্কার করলে তুমি মুক্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ কাউকে কিঞ্চিৎমাত্রও তিরস্কার করা চলবে না। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও তিরস্কার থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বীতরাগ হতে পারবে না। বীতরাগ হতে হবে, তবেই মুক্তি পাবে !

কঠোর - *তন্তীলী* ভাষা বলতে নেই . . .

প্রশ্নকর্তা : ৫. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনও কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন। কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু, ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

দাদাশ্রী : কঠোর ভাষা বলা উচিৎ নয়। কাউকে কঠোর ভাষায় বলা হয়ে গেলে আর তার খারাপ লাগলে তার কাছে গিয়ে বলবে যে, 'ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি।' আর সাক্ষাতে বলা যদি সম্ভব না হয় তো অন্তরে অনুশোচনা করবে যে এরকম বলা উচিৎ হয় নি।

প্রশ্নকর্তা : আর আবার চিন্তা করতে হবে যে এরকম যেন না বলি ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই চিন্তা করবে আর অনুশোচনাও করবে। অনুশোচনা করলে তবেই এটা বন্ধ হবে নয়তো এমনি এমনি বন্ধ হবে না। শুধু বললেই বন্ধ হবে না ।

প্রশ্নকর্তা : মৃদু , ঋজু ভাষা মানে কি ?

দাদাশ্রী : ঋজু অর্থাৎ সরল হবে আর মৃদু অর্থাৎ নম্র হবে। অত্যন্ত নম্র হলে তাকে মৃদু বলে। অর্থাৎ সরল, নম্র ভাষাতে বলবে আর এরজন্যে শক্তি চাইবে। এরকম করতে করতে এই শক্তি আসবে। কঠোর ভাষা বললে আর ছেলের খারাপ লাগলো তো তার জন্যে অনুশোচনা করবে। আর ছেলেকেও বলবে যে, 'আমি ক্ষমা চাইছি। এরকমভাবে আর বলবো না।' এটাই বাণী শুধরানোর রাস্তা আর 'এ' একটাই কলেজ আছে ।

প্রশ্নকর্তা : কঠোর ভাষা , *তন্তীলী* ভাষা আর মৃদু-ঋজুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

দাদাশ্রী : অনেকে কঠোর ভাষায় বলে তো যে, 'তুই অপদার্থ, বদমায়েশ, চোর।' যে শব্দ তুমি শোন নি এমন কঠোর ভাষা বলার সাথে সাথেই তোমার হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই কঠোর ভাষা একটুও প্রিয় লাগে না। উল্টে মনে প্রশ্ন আসে যে এসব কি ? কঠোর ভাষা অহংকারী হয় ।

আর তন্তীলী ভাষা মানে কি ? রেষারেষিতে যেমন একটা কথার পরম্পরা (তন্ত বা তার) চলতে থাকে না ? 'দ্যাখো, আমি কত ভালো খাবার বানিয়েছি আর এ'তো কিছু জানেই না।' এরকম কথার পরম্পরা (তন্ত) চলতে থাকে , রেষারেষি বাড়তে থাকে। এই তন্তীলী ভাষা খুব খারাপ হয়।

কঠোর আর তন্তীলী ভাষা বলতে নেই। ভাষার সমস্ত দোষ এই দুই শব্দের মধ্যে চলে আসে। তাই অবসর পেলে 'দাদা ভগবান'-এর কাছে শক্তি চাইতে থাকবে। কর্কশ ভাষায় বলা হলে তার বিপরীত শক্তি চাইবে যে আমাকে শুদ্ধবাণী বলার শক্তি দিন ,

স্যাদ্‌বাদ্ বাণী বলার শক্তি দিন , মৃদু-ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন। এরকমভাবে চাইতে থাকবে। স্যাদ্‌বাদ্ বাণী অর্থাৎ কারোর দুঃখ না হয় এরকম বাণী ।

. . . নির্বিকার থাকার শক্তি দিন !

প্রশ্নকর্তা : ৬. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার প্রতি, স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোনো লিঙ্গধারী হোক না কেন তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্পর্কিত দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্পর্কিত দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

দাদাশ্রী : তুমি যদি কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দাও তো সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে 'চন্দুভাই' (পাঠক 'চন্দুভাই'-এর জায়গায় নিজেকে বুঝে নেবেন)-কে বলবে যে, 'এরকম করা উচিৎ নয়। এরকম করা আমাদের শোভা দেয় না। আমরা খানদান কোয়ালিটির (গুণের) মানুষ। যেমন আমার বোন আছে , ও তেমনি অন্য কারোর বোন ! আমার বোনের উপর কেউ কুদৃষ্টি দিলে আমার কিরকম দুঃখ হয় ! এরকম অন্যেরও দুঃখ হয় কি হয় না ? সেইজন্যে আমাদের এটা শোভা দেয় না।' অর্থাৎ দৃষ্টি খারাপ হলে অনুশোচনা করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : চেষ্টার অর্থ কি ?

দাদাশ্রী : দেহ দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয় , যার ফটো তোলা যায় সে সবকিছুকেই চেষ্টা বলে। তুমি ঠাট্টা-তামাশা করছো তাকে চেষ্টা বলে। এইভাবে হাসছো তো তাকেও চেষ্টা বলে ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ কাউকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা , কাউকে নিয়ে মশকরা করা - এ সবই চেষ্টা ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এরকম অনেক প্রকারের চেষ্টা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই বিষয়-বিকার সম্পর্কিত চেষ্টা কি ধরনের হয় ?

দাদাশ্রী : বিষয়-বিকার সম্বন্ধেও দেহ যা যা কাজ করে , যার ফটো নেওয়া যায় সে সব কিছুকেই চেষ্টা বলে। দেহ দিয়ে যে কাজ হয় না তাকে চেষ্টা বলে না। কখনো কখনো ইচ্ছা হয় , মনে বিচার আসে কিন্তু চেষ্টা হয় না। বিচার সম্পর্কিত দোষ মনের দোষ !

'আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার শক্তি দিন' , এটুকু তুমি 'দাদা'র কাছে চাইবে। 'দাদা' তো দানেশ্বর ।

রসে লুব্ধতা করতে নেই . . .

প্রশ্নকর্তা : ৭. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো প্রকার রসের প্রতি লোভ না করার শক্তি দিন। সর্বরসযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার পরম শক্তি দিন।

দাদাশ্রী : খাবার খাওয়ার সময় তোমার যে সব্জী যেমন টমাটোর সব্জী ভাল লাগে আর তা বারবার মনে পড়তে থাকে তো তাকে লুব্ধতা (লোভ) বলে। টমাটো খেলে অসুবিধা নেই কিন্তু আবার তা মনে আসা উচিৎ নয়। নয়তো তোমার সমস্ত শক্তি লুব্ধতাতে চলে যাবে। সেইজন্যে তুমি বলবে যে, 'যা আসবে তাই আমার স্বীকার্য।' কোনও ধরনের লুব্ধতা থাকা উচিৎ নয়। থালাতে যা খাবার আসবে তা যদি আমের রস আর রুটি হয় তো তাই শান্তিতে খাবে। তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যা আসবে তা 'একসেপ্ট' করবে ; অন্য এটা-ওটা মনে করবে না ।

প্রশ্নকর্তা : সমরসী মানে কি ?

দাদাশ্রী : সমরসী মানে পুরণপুরী, ডাল, ভাত, সব্জী সব খাও কিন্তু শুধুমাত্র পুরণপুরীই ঠেসে ঠেসে খাবে না ।

কিছু লেক মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয় ; তো মিষ্টি এদের নালিশ করে যে আমার

সাথে তোমার কি অসুবিধা ? দোষ মোষের আর দন্ড রাখালের ? আরে, জিভের কি দোষ ? দোষ তো মোষের । মোষের দোষ মানে অজ্ঞানতার দোষ ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সমরসী আহার মানে কি ? এতে ভাবের সমানতা কিভাবে থাকে?

দাদাশ্রী : তোমাদের সমাজে যে আহার বানানো হয় তা তোমাদের 'সমাজে'র রুচি অনুসারে সমরসী মনে হয় এরকম আহার বানানো হয় । আর অন্য লোককে তোমাদের 'সমাজের' খাবার খাওয়ালে তা তাদের কাছে সমরসী মনে হবে না। তোমরা ঝাল-লঙ্কা ইত্যাদি কম খাও। প্রত্যেক জাতির সমরসী আহার আলাদা আলাদা হয়। সমরসী মানে টেস্টফুল, স্বাদিষ্ট আহার। ঝাল বেশী নয়, অন্য কিছু বেশী নয়, সব ঠিক মাত্রাতে দিয়ে বানানো আহার। কতজন বলে যে, 'আমি তো শুধু দুধ খেয়ে থাকি।' একে সমরসী আহার বলে না। সমরসী অর্থাৎ ছয় প্রকারের রস একসাথে খাও, ভালোভাবে টেস্টফুল বানিয়ে খাও। অন্য কোনো তেতো না খেতে পারলে করলা খাও, মেথি খাও কিন্তু তেতো খাওয়া উচিৎ। তেতো খায় না বলে নানারকমের রোগ হয়। সেইজন্যে 'কুইনাইন' (তেতো ওষুধ) নিতে হয় ! এই রস কম বলেই এই সমস্ত দুর্ভোগ আসে। সব ধরনের রস নিতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ রস নেওয়ার জন্যেই শক্তি চাইতে হবে যে, হে দাদা ভগবান! শক্তি দিন যেন আমি সমরসী আহার নিতে পারি ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তুমি এই শক্তি চাইবে। তোমার ভাবনা কি ? সমরসী আহার নেওয়ার ভাবনা হলে তাই তোমার পুরুষার্থ । আর আমি শক্তি দিই তাতে তোমার পুরুষার্থ দৃঢ় হল !

প্রশ্নকর্তা : কোনো রকমের রসে লুব্ধ হওয়া উচিৎ নয়, এটা ঠিক কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অর্থাৎ কারোর এমন হওয়া অনুচিত যে আমার টক্ ছাড়া অন্য কিছু ভালো লাগে না। কতজনে বলে যে, 'মিষ্টি ছাড়া আমার চলে না।' তো ঝাল কি

দোষ করলো ? অনেকে বলে, 'আমার মিষ্টি ভালো লাগে না। শুধু ঝাল-ই ভালো লাগে।' এদেরকে সমরসী বলে না। সমরসী অর্থাৎ সবকিছু 'একসেপ্টেড' (স্বীকার্য) ; কম-বেশী মাত্রাতে হলেও কিন্তু স্বীকার করে নিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : সমরসী আহার আর জ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি ? জ্ঞানের জাগৃতির জন্যে সমরসী আহার না হলে নেওয়া যায় না কি ?

দাদাশ্রী : সমরসী আহারের জন্যে তো এরকম যে, আমার মহাত্মা (জ্ঞানপ্রাপ্ত)-দের যখন 'ব্যবস্থিত'(এর জ্ঞান) দিয়েছি তখন কি খাবে আর কি খাবে না তার ঝগড়া কোথায় ? এ' তো সাধারন লোকেদের জন্যে বলেছি আর আমার মহাত্মাদের মনেও তো এটুকু বিচার আসবে যে সমরসী আহার যদি হয় তো ভাল। আমি-ই বলি যে, 'ভাই, একটু তো লঙ্কা খেতে হবে ; আবার পরে এও বলি যে কাশির ওষুধ খাচ্ছি ! আর ওষুধ যে নেয় তাকেও 'আমি' জানি কারণ এ' তো প্রকৃতি!'

প্রকৃতির গুণ-ভাগ

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ প্রকৃতি সমরসী হতে হবে ?

দাদাশ্রী : প্রকৃতি মানে কি ? তেরো দিয়ে গুণ করা বস্তু তেরো দিয়ে ভাগ করলে তবে প্রকৃতি পুরো হবে। এখন সতেরো দিয়ে গুণ করা বস্তুকে কেউ তেরো দিয়ে ভাগ করলে কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ তেরো দিয়ে গুণ করলে তেরো দিয়েই ভাগ করতে হবে ?

দাদাশ্রী : এরকম করলে অবশিষ্ট কিছু থাকবে না !

প্রশ্নকর্তা : এর উদাহরণ কি হবে ?

দাদাশ্রী : প্রকৃতি অর্থাৎ আগে যা ভাব করেছিলে তা কিসের আধারে করেছিলে? যা আহার গ্রহণ করেছিলে তার আধারে ভাব করেছিলে। এই ভাবকে তেরো দিয়ে গুণ করেছিলে। এই ভাবকে এখন নিঃশেষ করতে হলে তাকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে তা নিঃশেষ হবে। আর নতুন করে কোনো ভাব উৎপন্ন না হলে ওই খাতা বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন ইচ্ছা হচ্ছে না তাই খাতা বন্ধ হয়ে গেছে। খাতা বন্ধ করে দিতে হবে ।

. . . সেখানে প্রকৃতির শূন্যতা !

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধাত্মার জ্ঞান তো দিয়েছেন। এখন এই প্রকৃতিকে শূণ্য করার জন্যে নয় কলম বললে তা সাহায্য করবে ?

দাদাশ্রী : সাহায্য তো হবে। যত দিয়ে গুণ করেছো তত দিয়ে ভাগ করবে। আমাকে ডাক্তার বলে যে, ‘এটা খান।’ আমি বলি, ‘ডাক্তার, এই উপদেশ অন্য রোগীকে দিও।’ আমার গুণ অন্য ধরনের। সে যদি আমাকে ভাগ করতে বলে তো তা কিভাবে মিলবে ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি তো লঙ্কা উপর থেকে বেশী করে নিয়ে ভাগ করছেন ?

দাদাশ্রী : লঙ্কা খাওয়ার সময় আমি সবাইকে বলি যে এটা কাশির ওষুধ খাচ্ছি আর কাশি হলে বলি যে দ্যাখো, কাশি হলো তো ?

প্রশ্নকর্তা : এতে ভাগ কি করে হলো ?

দাদাশ্রী : একেই ভাগ করা বলে। লঙ্কা না নিলে ভাগ পুরো করা হতো না ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ আগে প্রকৃতিতে যা ভরা হয়েছে তা এখন পুরো করতে হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পুরো করতে হবে ।

নীরুবেনকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 'তুমি যদি বলো তো সুপারি খাই।' কিন্তু সুপারি খাওয়ার সময় বলি যে এ কাশি হওয়ার ওষুধ। ও তো অনেকসময় 'না' বলে দেয় তো তখন খাই না। পরে আবার বলে যে, 'নিন', তখন খাই। সেইজন্যে কাশি হয় আর তখন সুপারি খাই না। আমার কোনো বস্তুর নেশা নেই। কিন্তু মাল ভরা হয়ে গেছে, তাই খাওয়া হচ্ছে ।

আমার এ অক্রম বিজ্ঞান'! এ' তো পূর্বের অভ্যাস থেকে গেছে তাই হচ্ছে। তাই শক্তি চাও। পরে যদি লোভনীয় আহার নাও তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু এই কলম বললে তুমি আগের চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছ।

প্রশ্নকর্তা : আমার যে প্রকৃতি তাকে গুণ করলে তা বেড়ে যাবে। একে ভাগ করতে হবে। প্রকৃতিকে প্রকৃতি দিয়ে ভাগ করাটা একটু বোঝান।

দাদাশ্রী : যদি এই কলম বার বার বলো তো এতে ভাগ হয়ে যায় আর কম হয়ে যায়। এই কলম যদি না বলো তো (প্রকৃতিরূপী) চারাগাছ আপনা থেকেই পল্লবিত হতে থাকবে। সেইজন্যে এটা বার বার বললে কম হয়ে যায়। এই কলম বলতে থাকলে প্রকৃতিকে যে গুণ করা হয়েছিল তা ভেঙ্গে যাবে ; আত্মা গুণ হতে থাকবে আর প্রকৃতি ভাগ হতে থাকবে। সেইজন্যে আত্মা পুষ্ট হতে থাকে। সময় পেলে নয় কলম রাত-দিন বলতে থাকো। অবকাশ পেলে বলবে। আমি তো সব ওষুধ দিয়ে দিই, বুঝিয়ে দিই তারপরে যা করার তা করবে।

প্রত্যক্ষ - পরোক্ষ , জীবিত - মৃত . . .

প্রশ্নকর্তা : ৮. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোনো দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

দাদাশ্রী : অবর্ণবাদ অর্থাৎ কোনো মানুষের বাইরে মান আছে, ইজ্জত আছে, কীর্তি আছে তা তুমি উল্টো বলে ভেঙ্গে দিলে তাকে অবর্ণবাদ বলে। এর সম্পর্কে

উল্টো বলা।

প্রশ্নকর্তা : এতে মৃতের কাছেও যে আমি ক্ষমা চাইছি, সম্বোধন করছি তা ওদের কাছে পৌঁছায় কি ?

দাদাশ্রী : ওদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে নয়। যে মানুষ মারা গেছে এখন তার নাম নিয়ে গালি দাও তো তুমি ভয়ঙ্কর দোষ করবে ; এতে এটাই বলতে চাইছি। এইজন্যে আমি বারণ করছি যে মৃতেরও নাম দেবে না (খারাপ কিছু বলবে না)। নয়তো পৌঁছাচ্ছে কি পৌঁছাচ্ছে না তার জন্যে নয়। খুব খারাপ মানুষ যে সব কিছুই খারাপ কাজ করে মরে গেছে , তবুও পরে আর এর সম্পর্কে খারাপ বলবে না ।

রাবনের সম্পর্কেও খারাপ বলতে নেই কারণ উনি এখন দেহধারীরূপে (অন্য জন্মে) আছেন। সেইজন্য ওর 'ফোন' পৌঁছে যায়। 'রাবন এরকম ছিল আর ওরকম ছিল' বললে তা পৌঁছে যায় তার কাছে।

তোমার কোনো আত্মীয় মারা গেছে আর লোকেরা তার নিন্দা করছে তো তুমি এতে সায় দেবে না। সায় দিলে পরে অনুশোচনা করবে যে এমন বলা উচিৎ হয়নি। কোনো মৃত মানুষের সম্পর্কে কিছু বলা ভয়ঙ্কর দোষ, যে মরে গেছে তাকেও আমাদের লোকেরা ছেড়ে দেয় না। লোকে এরকম করে কি করে না ? আমি এটাই বলতে চাইছি যে এমন করবে না ; এতে খুব বড় বিপদ আছে।

সেই সময় আগের বেঁধে নেওয়া অভিপ্রায় থেকে বলা হয়ে যায় ; তো এই কলম যদি বলতে থাকো তো কিছু বলা হয়ে গেলেও তার দোষ হবে না। হুঁকো খেতে থাকে আর বলতে থাকে যে, 'খেতে হয় না, খাওয়াতে হয় না, আর কর্তার (যে খাচ্ছে) প্রতি অনুমোদন না করার শক্তি দিন' তো এতে সব চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায় ; নয়তো পুদ্গলের স্বভাবই ডিগবাজি খাওয়ার। সেইজন্যে এই ভাবনা ভাবা উচিৎ।

জগৎ - কল্যাণ করার শক্তি দিন

প্রশ্নকর্তা : ৯. হে দাদা ভগবান ! আমাকে জগৎকল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন । আমি এই কল্যাণের ভাবনা করলে তা কিভাবে কাজ করবে ?

দাদাশ্রী : তোমার শব্দ এমন নির্গত হবে যে অন্য ব্যক্তির কাজ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি পুদ্গলের না কি 'রিয়েল'-এর (আত্মার) কল্যাণের কথা বলছেন ?

দাদাশ্রী : পুদ্গল নয়, তোমাকে তো যা 'রিয়েল'-এর দিকে নিয়ে যাবে তারই আবশ্যকতা আছে। ফের 'রিয়েল'-এর সাহায্যে আগের (মোক্ষ পর্য্যন্ত) কাজ হয়ে যাবে। এই 'রিয়েল'কে যদি পাও তো 'রিলেটিভ'কে পাবেই। সমস্ত জগতের কল্যাণ হোক - এরকম ভাবনা করবে। এ শুধু বলার জন্যে বলবে না ; ভাবনা করবে। এ' তো লোকেরা শুধু বলার জন্যেই বলে , যেমন শ্লোক বলে তেমনি ।

প্রশ্নকর্তা : বিনা কাজে শুধুই বসে থাকার চেয়ে এই ভাবনা ভাবলে তাকে ভালো বলে তো ?

দাদাশ্রী : খুব ভালো । খারাপ ভাব তো নষ্ট হয়ে যায় । এতে যেটুকু হলো সেটুকুই ঠিক ; সেটুকু তো উপার্জন হলো !

প্রশ্নকর্তা : এই ভাবনাকে কি মেকানিকাল ভাবনা বলা যায় ?

দাদাশ্রী : না, মেকানিকাল কিভাবে বলবে ? মেকানিকাল তো যখন বেশি বেশি করে বলেই যাচ্ছে অথচ নিজের খেয়ালে নেই যে কি বলছে তখন তাকে বলে !

এতে করার কিছু নেই !

প্রশ্নকর্তা : এতে লিখেছে যে, 'আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন' তো এটা পড়লে আমি কি শক্তি পাবো ?

দাদাশ্রী : নিশ্চয়ই ! এ 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর শব্দ !! প্রধানমন্ত্রীর চিঠি আর এখানকার এক ব্যবসায়ীর চিঠিতে পার্থক্য নেই ?! কেন, তুমি বলো নি কি ? হ্যাঁ , অর্থাৎ এ 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর কথা। এতে বুদ্ধি খাটালে মানুষ পাগল হয়ে যাবে । এ'তো বুদ্ধির থেকে উপরের বস্তু ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আচরণে আনার জন্যে এতে লেখা হয়েছে, এরকম করতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : না , এ শুধু পড়ার। আচরণে নিজে থেকেই এসে যাবে। সেইজন্য এই বই (নয় কলমের) তোমার সাথেই রাখবে আর রোজ পড়বে। এর মধ্যের সমস্ত জ্ঞান তোমার এসে যাবে। রোজ পড়তে পড়তে এর প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। সেইরূপ হয়ে যাবে। আজকে তোমার জানা নেই যে এতে তোমার কি লাভ হলো ! কিন্তু ধীরে ধীরে তুমি 'যথার্থ' অর্থ বুঝে যাবে ।

এই শক্তি চাওয়াতে এর ফল পরে আচরণে চলে আসবে। সেইজন্যে তুমি 'দাদা ভগবান'-এর কাছে শক্তি চাইবে। যা চাইবে তাই পাবে ! তাই এটা চাইলে কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : শক্তি পাবে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এটা পালন করার শক্তি এলে তার পরে পালন করতে পারবে। এ এমনি এমনি পালন করতে পারবে না । সেইজন্যে তোমাকে বার বার শক্তি চাইতে হবে। অন্য কিছু করার নেই। যা লেখা আছে তা সাথে সাথেই হয়ে যাবে এমন নয় আর হওয়া সম্ভবও নয়। যেটুকু তোমার দ্বারা হবে সেটুকু তুমি জানবে যে এটুকু হলো আর এটুকু হলো না। তার জন্যে ক্ষমা চাইবে আর সাথে সাথে শক্তিও চাইবে তাহলে

শক্তি পাবে ।

শক্তি চেয়ে কার্য সিদ্ধ করো !

এক ভাইকে আমি বললাম যে, ‘এই নয় কলমে সবকিছু সমাবিষ্ট হয়েছে। এতে কিছু বাদ যায় নি। তুমি এই নয় কলম রোজ পড়বে !’ পরে সে বললো যে, ‘কিন্তু এ সম্ভব হবে না।’ আমি বললাম, ‘আরে, আমি কিছু করতে বলি নি। হবে না এরকম কেন বলছো ? তুমি তো শুধু এটুকুই বলবে যে, ‘হে দাদা ভগবান, আমাকে শক্তি দিন।’ শক্তি চাইতে বলেছি। তখন সে বললো যে, ‘এ তো মজার কাজ ! লোকে তো (সংসারে) করতেই শেখায় !’

তারপর সে আমাকে বললো, ‘এই শক্তি কে দেয় ?’ আমি বললাম ‘শক্তি আমি দিই।’ তুমি যা চাইবে আমি সে শক্তি দেওয়ার জন্যে তৈরী। তুমি নিজে চাইতে জানো না তাই আমাকে শেখাতে হচ্ছে যে এইভাবে শক্তি চাও। শেখাতে হচ্ছে না কি? তখন সে বুঝতে পারলো , পরে বললো যে এটুকু তো করতে পারবো , এতেই সব সমাবিষ্ট হয়ে গেছে !

এ তোমার করার নয়, তুমি কিছু করবে না। একান্তে বসে অন্যদিনের চেয়ে দুটো রুটি বেশি খাও কিন্তু এই শক্তি চাইতে থাকো। তাতে আমাকে বললো, ‘এ কথা আমার পছন্দ হয়েছে।’

প্রশ্নকর্তা : প্রথমে তো এই শঙ্কা হয় যে শক্তি চাইলে পাবো কি পাবো না ?

দাদাশ্রী : এই শঙ্কা তো ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন এই শক্তি চাইছো তো ? তোমার মধ্যে এই শক্তি উৎপন্ন হওয়ার পরে এই শক্তিই কাজ করাবে । তোমার করার কিছু নেই। তুমি করলে অহংকার বেড়ে যাবে। ‘আমি করতে যাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে না’, এরকম হয়ে যাবে। সেইজন্যে আগে শক্তি চাও।

প্রশ্নকর্তা : এই নয় কলমে আমি শক্তি চাইছি যে এরকম করবো না, করাবো না,

আর অনুমোদন করবো না। তো এর অর্থ এই কি যে, ভবিষ্যতে এরকম যেন না হয় তার জন্যে আমি শক্তি চাইছি অথবা পূর্বের করা দোষ ধুয়ে যাবে তার জন্যে শক্তি চাইছি। কিসের জন্যে এটা ?

দাদাশ্রী : আগেরটা ধুয়ে যাবে আর শক্তি উৎপন্ন হবে। শক্তি তো আছেই কিন্তু তা (পূর্বের দোষ) ধুয়ে গেলে ব্যক্ত হবে। শক্তি তো আছেই কিন্তু তা ব্যক্ত হওয়া চাই। সেইজন্যে দাদা ভগবানের কৃপা চাইছো যে, এ তোমার ধুয়ে যায় তো শক্তি ব্যক্ত হবে।

প্রশ্নকর্তা : এই সব পড়ার পরে মনে হচ্ছে যে এ'তো অত্যন্ত গভীর, শক্তিশালী কথা। সাধারন মানুষও যদি বুঝে যায় তো তার সমস্ত জীবন সুখময় হয়ে যাবে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, নইলে বোঝার উপযুক্ত কথা তো আজ অবধিও পায় নি। এই প্রথমবার শুদ্ধ বোঝার উপযুক্ত কথা পেয়েছে। এখন এটা পাওয়াতে সমাধান আসবে ।

এই নয় কলমে যা আছে তা তুমি আপনা থেকে যেটুকু পালন করতে পারলে তা করবে । কিন্তু পালন করতে না পারলে মনে কোনো খেদ রাখবে না। তোমার শুধুমাত্র এটুকুই বলার যে আমাকে শক্তি দিন। তো শক্তি জমা হতে থাকবে। পরে কাজ আপনা থেকেই হতে থাকবে। শক্তি চাইছো সেইজন্যে সমস্ত নয় কলম-ই সেট হয়ে যাবে ! সেইজন্যে শুধু যদি বলো তাহলেও অনেক হয়ে গেলো। বলছো , মানে শক্তি চাইছো আর তাই শক্তি পাচ্ছো ।

'ভাবনা' থেকে ভাবশুদ্ধি

প্রশ্নকর্তা : আপনি তো বললেন যে হুঁকো খাও কিন্তু ভিতরে বলতে থাকো যে খাওয়া উচিৎ নয় , খাওয়ানো উচিৎ নয় আর যে খাচ্ছে তাকে অনুমোদন করাও উচিৎ নয় . . .

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এর অর্থ এটাই যে, 'এতে তোমার সম্মতি নেই।' এটুকুই বলতে চাইছি। অর্থাৎ এর থেকে তুমি আলাদা , আর হুঁকো খাওয়া যদি আপনা থেকে বন্ধ

হয়ে যায় তো ভালো। কিন্তু এখন তুমি এতে সেঁটে নেই , ও তোমাতে সেঁটে আছে। এটাই বলতে চাইছি যে ওর সময় পুরো হলে ও চলে যাবে। একদিকে হুঁকো খেতে থাকো আর অন্যদিকে এই ভাবনা ভাবতে থাকো। তো (আস্তে আস্তে) খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই ভাবনা শুরু হয়ে গেছে ।

যেখানে লোকে বলে যে, 'এসো সাহেব, এসো সাহেব, কিন্তু মনে ভাবে যে, 'এখন কোত্থেকে এসে হাজির হলো ?' সেখানে তুমি কি বলছো ? হুঁকো খাচ্ছ কিন্তু ভাবছ যে এরকম করা উচিৎ নয়। সেইজন্যে তুমি এর বিরুদ্ধে বলছো। বাইরে বলছে যে, 'এসো, বসো, কিন্তু ভিতরে হচ্ছে , 'কোত্থেকে এলো ?' তাতে এ ভালোটাকে খারাপ করছে। আর তুমি খারাপকে শোধরাচ্ছ ।

প্রশ্নকর্তা : সমস্ত 'অক্রম বিজ্ঞান'-এর আশ্চর্য্য এই যে বাইরে খারাপ হয়ে আছে আর ভিতরে শোধরাচ্ছে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেইজন্যেই নিজের সন্তোষ থাকে তো ? যাই হোক, এ খারাপ হয়ে গেছে তো খারাপই কিন্তু নতুন ঘান (কড়াইতে একবারে ভেজে তোলা বস্তু) তো ভালো হবে । একবার ঘান খারাপ হয়ে গেলো তো তা গেলো কিন্তু নতুন তো ভালো হবে ? তাতে লোকেরা বলে, 'এই ঘানকেই শোধরাতে হবে।' আরে, ছেড়ে দাও না ; যেতে দাও এখান থেকে। নতুনটাও খারাপ হয়ে যাবে। ঘান-ও গেলো আর তেল-ও গেলো।

প্রশ্নকর্তা : আজকে যা খারাপ তার দায় তো আমার নয় কারণ এ' তো আগের জন্মের পরিণাম।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আজকে তুমি এর জন্যে দায়ী নও। এখন এর দায়িত্ব অন্যের হাতে। তোমার হাতে দায়িত্ব নেই। এর তো পরিবর্তন হবে না আর অকারণে হায় হায় কেন করছো ?! কিন্তু ওখানে তো ফের গুরু মহারাজ-ও বলেন যে, 'এরকম যদি না হয় তো তোমাকে এখানে আসতেই দেব না।' তখন ও বলে যে, 'সাহেব, আমাকে তো অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু হচ্ছে না, তার কি করবো ?' অর্থাৎ বুঝতে না-পারার

কারণে এই আরোপ-প্রত্যারোপ চলছে ।

প্রশ্নকর্তা : এ' তো প্রকৃতিকে একেবারে উল্টো-পাল্টা করে দেয় আর তাতে এর ভিতরে খুব সাফোকেশন হতে থাকে ।

দাদাশ্রী : আরে, এতদূর পর্য্যন্ত হয় যে পাঁচ-পাঁচ দিন কিছুই খায় না। আরে, দোষ কার আর কাকে মারছে ? পেটকে কেন মারছো ?! দোষ মনের আর মারছে পেটকে। বলে, 'তুমি খাবে না।' তো এতে দেহ বেচারা কি করবে ?! বেচারার শক্তি চলে যাবে। যদি ও খায় তো অন্য কিছু কাজ করতে পারবে। সেইজন্যে আমাদের লোকেরা বলে যে, 'মোষের দোষের দন্ড ভিস্তীকে কেন দিচ্ছ ?' দোষ মোষের (মনের) , এই ভিস্তী (দেহ) বেচারার কি দোষ ?!

বাইরে ঝাড়াঝাড়ি করে লাভ কি ? যা তোমার সত্ত্বাতে নেই তার জন্য অনর্থক চেঁচামেচি করার মানে কি ? কিন্তু ভিতরের সমস্ত ময়লা জ্বালাতে হয় , ভিতরের সব কিছু ধুয়ে ফেলতে হয়। এ' তো বাইরেটা ধোয় ; গঙ্গাতে গিয়ে দেহকেই বারবার ডোবাতে থাকে। আরে, দেহকে ডুবিয়ে কি সিদ্ধ হবে ?! মনকে ডোবাও না ! মনকে, বুদ্ধিকে, চিত্তকে, অহংকারকে - এই পুরো অন্তঃকরণকে ডোবাতে হবে। এ তো কোনোদিন সাবানও দেয় নি ; তো এ নষ্ট হবে কি হবে না ?

যতদিন ছোট থাকে ততদিন ভাল থাকে। পরে দিন-প্রতিদিন ময়লা জমা হতে থাকে আর নষ্ট হতে থাকে। সেইজন্যে আমি বলেছি যে তোমার আচার-ব্যবহার (এখানে) রাখতে থাকো আর এই নয় কলম নিতে থাকো। এ সবই মিথ্যে , তাকে বাইরে রাখতে থাকো আর এই নয় কলমের ভাবনা ভাবতে থাকো, তাহলে আগামী জন্ম ভালো হয়ে যাবে !

প্রশ্নকর্তা : এই 'জ্ঞান' যারা নেয় নি সেই সব লোকেরাও কি এইভাবে আচার বদলাতে পারে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সবাই করতে পারে। সবার-ই এটা বলার অনুমতি আছে।

প্রশ্নকর্তা : খারাপ কিছু করে ফেললে তা ধুয়ে ফেলার জন্যে এই কলম তো খুব শক্তিশালী উপায় রয়েছে ।

দাদাশ্রী : এ' তো খুব বড় পুরুষার্থ । আমি তো খুব বড় বিজ্ঞান এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছি। কিন্তু এখন লোকেদের বুঝতে হবে তো। সেইজন্যে এটা অনিবার্য করে দিয়েছি যে এটুকু তোমাকে করতে হবে। বুঝতে যদি নাও পারো তবু এটা তো (নয় কলমরূপী ওষুধ) খেয়ে নাও !

প্রশ্নকর্তা : ভিতরের রোগ সেরে যায় ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেরে যায়। 'দাদা' বলেছেন যে 'পড়ো' তাই শুধুমাত্র পড়বে , তাহলেই অনেক হলো। এ' তো হজম করার জন্যে নয়। এ' তো পুরিয়া গুলে খেয়ে নিয়ে বুক ফুলিয়ে চলার জন্যে !

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ঠিক যে ভাব করলে যোগ্যতা বাড়ে ?

দাদাশ্রী : ভাব-ই যথার্থ পুরুষার্থ। আর অন্য সব অকাজের কথা। কর্তাপদ তো বন্ধনপদ, আর এই ভাব তো মুক্ত করার পদ। 'এটা করো, ওটা করো, সেটা করো' - এতে লোকেরা বন্ধনে বেঁধে যায় !

ভাবনা ফল দেয় পরের জন্মে !

প্রশ্নকর্তা : যখন এমন ব্যবহার হয়ে যায় যে আমি কারোর অহংকারকে দুঃখ দিলাম তো সেইসময় এই কলম বলতে পারি কি যে কারোর অহংকারকে যেন দুঃখ না দিই . . . ?

দাদাশ্রী : তখন তো তুমি 'চন্দুভাই'-কে বলবে যে, 'ভাই, প্রতিক্রমণ করো, এর দুঃখ হয়েছে তাকে মুছে দাও।' যেখানে কারোর অহংকার আঘাত পেয়েছে এমন লক্ষণ খুব বেশী নেই সেখানে আর অন্য ছোটো ছোটো প্রসঙ্গে তো কোনো ঝঞ্ঝাট করার

দরকার নেই। আর অল্প দুঃখ দেওয়া হয়ে গেছে এমন অবস্থায় তো 'চন্দুভাই'-কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।

এ' তো ভাবনাই ভাবতে হবে। এখনও তো একজন্ম বাকী আছে না, তখন এই ভাবনা ফল দেবে। তখন হয়তো তুমি এই ভাবনার মূর্ত প্রকাশ-ই হয়ে যাবে। যেরকম ভাবনা লেখা আছে সেরকমই ব্যবহার হবে কিন্তু তা সামনের জন্মে ! এখন বীজ বোনা হলো তো তুমি যদি আমাকে বলো যে, 'চলুন, ওকে ভিতর থেকে খুঁড়ে বার করে খেয়ে নিই', তো তা চলবে না ।

প্রশ্নকর্তা : পরিণাম এই জন্মে নয়, সামনের জন্মে আসবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এখনও এক-দুই জন্ম বাকী আছে। সেইজন্য এই বীজ বুনছি যাতে সামনের জন্মে ক্লীয়ার (পরিষ্কার) হয়ে আসে। এ' তো যে (ভালো) বীজ বুনবে তার জন্যে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এটা নিরন্তর অর্থাৎ যখন যখন এরকম ব্যবহার হবে তখন ভাবার ?

দাদাশ্রী : না, এই ব্যবহার আর এই ভাবনার মধ্যে কোনো লেনা-দেনা নেই। ব্যবহারের সাথে কিসের লেনা-দেনা ?! ব্যবহার বেচারা তো নিরাধার ! আর এই ভাবনা তো আধারযুক্ত বস্তু। এই ভাবনা তো সাথে যাবে আর ব্যবহার তো শেষ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনা করতে পারি কি ?

দাদাশ্রী : না, ব্যবহারের সাথে কোনো লেনা-দেনা নেই। ভাবনাই সাথে যাবে। ব্যবহার তো আধারহীন, এ' তো চলে যাবে। যত ভালো ব্যবহারই হোক না কেন, তাও চলে যাবে। কারণ এই সংযোগ প্রাপ্ত হয়েছিল। আর এই ভাবনা তো ভাববার জন্যে ; এর সংযোগ জমা হতে এখনও দেরী আছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই ব্যবহারের জন্যে যে নিজের ভাব বদলাচ্ছে, তখন এই ভাবনা ভেবে নতুন করে ভাব বদলাতে হবে কি ?

দাদাশ্রী : কিন্তু এ কিছু হেল্প করবে না। আগে যতটুকু করেছো তা আজকে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, এরকম হতে পারে যে আগে কিছু কিছু করে এসেছো, তাহলেই এ-জন্মে সবকিছুর পরিবর্তন হবে ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ পূর্বজন্মের ভাব অনুসারেই পরিণামরূপে আজকের ব্যবহার হচ্ছে ?

দাদাশ্রী : সেই পরিণামই আসে, অন্য কিছু আসে না। ভাব মানে বীজ আর দ্রব্য মানে পরিণাম। বাজরার একটা দানা বুনলে তার এতোবড়ো শীষ আসে।

এই কলম তো শুধু বলারই জন্যে। রোজ শুধু ভাবনাই করার । এ' তো বীজ বুনতে হবে আর বীজ বোনার পরে যখন ফল আসবে তখন দেখতে পাবে। ততদিন পর্য্যন্ত সার দেবে। এই ব্যবহারে সত্যিই কোনো পরিবর্তন আনার নেই, কোনো রকমের নয়। আর এই যে আছে তা পুরানো যা ছিল তাই।

অর্থাৎ এই নয় কলম কি বলছে ? 'হে দাদা ভগবান , আমাকে শক্তি দিন।' আর লোকেরা কি বলছে ? 'এ তো পালন করা যায় এরকম নয়।' কিন্তু এ করার নয়। আরে, অবুঝের মত কথা বলছো ! এ জগতে সবাই বলে যে, 'করো, করো, করো', আরে , করার কিছু হয়-ই না। জানার-ই আছে। ফের, 'আমি এরকম করতে চাই না আর (যা হয়ে গেছে) তার জন্যে আমি অনুশোচনা করছি।' এমনি করে 'দাদা ভগবান'-এর কাছে ক্ষমা চাইবে। এখন এই যে করবো না এরকম বলছো সেখান থেকেই তোমার অভিপ্রায় আলাদা হয়ে গেল। ফের যদি করো তো তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু অভিপ্রায় আলাদা হওয়াতে মুক্তি পেলে ! এ তো মোক্ষমার্গের রহস্য, তা জগতের দৃষ্টিতে নেই !

প্রশ্নকর্তা : লোকেরা তো 'ডিশ্চার্জ'-এ পরিবর্তন চায়, পরিণামকে বদলাতে চায় ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, জগৎ এই লক্ষ্যের সন্ধান পায় নি ; এর ভান-ই নেই। আমি এদের অভিপ্রায় থেকে মুক্ত করতে চাইছি। এখন 'এটা খারাপ' এরকম অভিপ্রায় তোমার আগে তৈরী হয়ে গেছে। কারণ 'এটা ভালো' এমন অভিপ্রায় ছিল আর তা থেকেই এই সংসার সৃষ্টি হয়েছে। আর এখন 'এটা খারাপ' এই অভিপ্রায় হলো তাই মুক্ত হলে। এখন এই অভিপ্রায় ফের কোনো সংযোগে যেন বদলে না যায় !

এই নয় কলম রোজ যদি বলো তো ধীরে ধীরে লোকের সাথে ঝগড়াঝাঁটি দূর হয়ে যাবে কারণ তোমার নিজের ভাব ভেঙ্গে গেছে। এখন 'রিঅ্যাকশনারি' যা তাই শুধু আছে। তা ধীরে ধীরে কম হয়ে যাবে ।

মহাত্মাদের জন্যে , এটা চার্জ কি ডিস্চার্জ ?

প্রশ্নকর্তা : ভাব আর ভাবনার মধ্যে পার্থক্য কি ?

দাদাশ্রী : এই দুই-ই 'চন্দুভাই'-এর মধ্যে এসে যায় ! কিন্তু ঠিক বলতে গেলে ভাব আর ভাবনার মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রশ্নকর্তা : ভাবনা পবিত্র হয় কিন্তু ভাব ভালো-ও হয় আবার খারাপ-ও হয় ।

দাদাশ্রী : না, ভাবনা পবিত্র হয় এমন নয়। ভাবনা তো অপবিত্র সম্বন্ধেও বলা হয়। কারোর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ভাবনাও হতে পারে আবার কারোর বাড়ি তৈরী করিয়ে দেওয়ার ভাবনাও হতে পারে । অর্থাৎ ভাবনা দু-রকমেরই হতে পারে কিন্তু ভাবকে চার্জ বলে আর ভাবনাকে ডিস্চার্জ বলে ।

তোমার যে মনে হয় আমার এরকম করার ভাব হচ্ছে, এটা করতে হবে, তাও কিন্তু ভাবনা , এ ভাব নয়। সত্যি কথা বলতে ভাব তো যখন (কর্ম) চার্জ হচ্ছে তখন তাকে বলে ।

সেইজন্য ভাবকর্ম থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। তুমি কোনো কাজ করতে না

পারলেও করার ভাবটা রাখবে। আমাদের এখানে (অক্রমমার্গে) তো ভাবকর্ম (চার্জ)-কে উড়িয়ে দিয়েছি। বাইরের লোকেদের তো ভাবকর্ম করা উচিৎ । সেইজন্যে শক্তি চাইতে হবে । যার যা শক্তি প্রয়োজন সেই শক্তি ‘দাদা ভগবান’ এর কাছে চাইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : বাইরের জগতের লোকেদের এই শক্তি চাইতে হবে, তো আমাদের মহাত্মারা যে শক্তি চাইছে, ভাবনা করছে তা কিসে যায় ?

দাদাশ্রী : মহাত্মারা যা চাইছে তা ডিস্চার্জে যায় , এ ডিস্চার্জ । কারণ ভাবনা দু’রকমের হয় ; চার্জ এবং ডিস্চার্জ দুই-ই হতে পারে। জগতের লোকেদের ব্যবহারের সময় ভাবনা হয় আর এখানেও তোমাদের ভাবনা হয়। কিন্তু তোমাদের এটা ডিস্চার্জরূপে আর ওদের চার্জ - ডিস্চার্জ দু’ভাবেই ভাবনা হয়। কিন্তু তোমাদের শক্তি চাইলে ক্ষতি কোথায় ?

প্রশ্নকর্তা : বাইরের লোকেরা এই নয় কলমের শক্তি চাইলে তাকে ভাব বলে তো মহাত্মারা শক্তি চাইলে তাকে ভাব বলে না ?

দাদাশ্রী : বাইরের লোকেদের জন্যে একে ভাব বলে আর আমার মহাত্মাদের জন্যে এটা ভাবনা। কথাটা ঠিক। আগেরটাকে ভাব বলে আর তা চার্জ করছে। আর এটাকে ডিস্চার্জ বলে , ভাব বলে না !

ভাব , এক্জাক্ট ডিজাইন অনুসারে !

প্রশ্নকর্তা : এই নয় কলমে যা লেখা হয়েছে, আমার সব সময় সেই রকম-ই ভাবনা আছে, ইচ্ছা আছে, সব আছে, অভিপ্রায়ও আছে ।

দাদাশ্রী : এমন মনে হয় যে সবসময় এটাই করে আসছি কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এইদিকে ঝোঁক আছে সে কথা ঠিক কিন্তু সেই ঝোঁক নিশ্চিতরূপে এরকম হওয়া চাই , ডিজাইনপূর্বক হওয়া চাই। ঝোঁক তো থাকে, সাধু-সন্ন্যাসীদের বিরক্ত করব না এরকম

ইচ্ছা তো থাকেই ! কিন্তু তা ডিজাইনপূর্বক হওয়া চাই ।

প্রশ্নকর্তা : ডিজাইনপূর্বক মানে কি ভাবে, দাদাজী ?

দাদাশ্রী : এতে যে লেখা হয়েছে সেই অনুসারে একজ্যাক্টনেস্ (সঠিকভাবে)। নয়তো সাধু-সন্ন্যাসীদের বিরক্ত করব না এমন ইচ্ছা তো থাকে কিন্তু তবুও বিরক্ত করেই। এর কারণ কি ? তাতে বলা যায়, এর এটা ডিজাইনপূর্বক নয়। এ ডিজাইনপূর্বক হলে হতো না ।

প্রশ্নকর্তা : এই যে নয় কলম একে কি বুঝে নিয়ে জীবনে আনতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, এরকম কিছু বুঝে নিয়ে আনার নেই। আমি এটাই বলতে চাইছি যে আমি যেরকম বলেছি সেইভাবে শুধু শক্তি চাও। এই শক্তিই তোমাকে একজ্যাক্টনেসে নিয়ে আসবে। তোমার বুঝে নিয়ে কিছু করার নেই। এ হবেও না , মানুষ করতেও পারে না । বুঝে নিয়ে যদি করতে যায় তো হবে না। কুদ্‌রত্ (প্রকৃতি)-কে সঁপে দিতে হবে। সেইজন্যে, 'হে দাদা ভগবান, শক্তি দিন।' এইভাবে শক্তি চাইলে শক্তি স্বয়ং-ই প্রকট হবে, পরে যথার্থরূপে হবে ।

এ' তো খুব উঁচু বস্তু । কিন্তু বুঝতে না পারা অবধি এমনিভাবেই চলবে ।

আমি এরকম কেন বলেছি যে শক্তি চাও, শক্তি দিন ? নিজে ডিজাইন করতে পারে না । মূল ডিজাইন কি ভাবে বানাবে ?! অর্থাৎ (আজ) এ এফেক্ট। শক্তি যে চাওয়া হচ্ছে তা কারণ আর এর এফেক্ট পরে আসবে । সেই এফেক্ট-ও কার মাধ্যমে আসবে ? দাদা ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়ে। এফেক্ট ভগবানের থ্রু (মাধ্যমে) আসা চাই।

সেইজন্য নয় কলম অনুসারে শক্তি চাইতে থাকলে পরে নিজে থেকেই নয় কলমে থাকবে বহু বছর পর্য্যন্ত।

জগত-এর সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে . . .

প্রশ্নকর্তা : এই যে নয় কলম দিয়েছেন তা বিচার, বাণী আর ব্যবহার শুদ্ধ করার জন্যেই দিয়েছেন তো ?

দাদাশ্রী : না, না। অক্রমমার্গে এর দরকারই নেই। এই নয় কলম তো অনন্ত জন্ম থেকে সবার সাথে তোমার যে হিসাব বাঁধা হয়ে গেছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে দিয়েছি। তোমার (হিসাবের) বই-খাতা পরিষ্কার করার জন্যে দিয়েছি ।

সেইজন্যে এই নয় কলম বললে (লোকেদের সাথে বাঁধা) তার খুলে যাবে। লোকেদের সাথে ঋণানুবন্ধের যে তার বাঁধা হয়ে আছে তা তোমাকে মোক্ষে যেতে দেবে না। সেই তার খোলার জন্যে এই নয় কলম।

এ বললে তোমার আজ পর্য্যন্ত যে দোষ হয়ে গেছে সেই সমস্ত দোষ আল্গা হয়ে যাবে। আর পরে কিন্তু এর ফল আসবেই । সমস্ত দোষ পুড়ে যাওয়া দড়ির মত হয়ে যায়, তাতে একটু হাত ছোঁয়ালেই তা ঝরে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : দোষের প্রতিক্রমণ করার জন্য আমি এই নয় কলম যদি রোজ বার-বার বলি তো এতে শক্তি পাওয়া যায় কি ?

দাদাশ্রী : তুমি নয় কলম যে বলো তা আলাদা আর এই দোষেদের প্রতিক্রমণ করো তা আলাদা। যে দোষ হয়ে যাচ্ছে রোজ তার প্রতিক্রমণ করবে ।

অনন্ত জন্ম থেকে লোকেদের সাথে রাগ-দ্বেষের যে হিসাব হয়ে গেছে এই নয় কলম বললে সেই ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই প্রতিক্রমণ তো খুব বড় মাপের প্রতিক্রমণ। এই নয় কলমের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতিক্রমণ এসে যায়। এটা ভালোভাবে করো। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। এরপরে আমি আমার দেশে (মোক্ষে) চলে যাবো তো !

আজীবন নয় কলম ছিল দাদার ব্যবহারে !

এটা সত্যি যে এই কালের প্রভাবে লোকেদের ভিতর শক্তি নেই। যতটা শক্তি আছে এতে ততটাই দিয়েছি। এই ভাবনা যে ভাববে সামনের জন্মে সে মানুষ হবে, এই গ্যারান্টী দিচ্ছি । নয়তো এখন এমন সময় এসেছে যে আশি প্রতিশত পুনরায় মনুষ্য জন্ম পাবে না।

আমার এই নয় কলমে তো সর্বোত্তম ভাবনা নিহিত আছে। সব কিছুর সম্পূর্ণ সার এতে এসে যায়। এই নয় কলম আমি সমস্ত জীবন ধরে পালন করে আসছি , এই মূলধন তা-ই। অর্থাৎ এ আমার রোজকার জীবনচর্চার জিনিস, তাকে আমি বাইরে ব্যক্ত করেছি ; অসংখ্য লোকের কল্যাণার্থে। কত বছর ধরে, চল্লিশ-চল্লিশ বছর ধরে নিরন্তর এই নয় কলম প্রতিদিন আমার ভিতরে চলছেই , যা সবার জন্যে ব্যক্ত করলাম ।

প্রশ্নকর্তা : এখন তো আমি 'হে দাদা ভগবান, আমাকে শক্তি দিন', এরকম করে বলছি । তো আপনি কাকে সম্বোধন করে এই নয় কলম বলতেন ?

দাদাশ্রী : ইনি 'দাদা ভগবান' নন, তাঁর অন্য নাম আছে। কিন্তু নাম আছেই, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলতাম। এঁকে 'শুদ্ধাত্মা' বলো কি যা বলো তিনি-ই। এনাকে উদ্দেশ্য করেই বলতাম ।

যদি ক্রমিক মার্গের বড় বড় শাস্ত্র পড়ার বদলে শুধু এই নয় কলম বলে , অনেক হয়ে যায় তাহলে ! নয় কলমে এত বেশী শক্তি ভরে দিয়েছি । এতে তো আশ্চর্য্য শক্তি আছে কিন্তু বুঝতে পারে না তো । এ তো আমি বোঝালে তবেই বুঝবে। আর এর মূল্য বুঝেছে কখন বলা যাবে ? যখন আমি এই নয় কলম দিই আর কেউ যদি বলে যে, এ আমার খুব ভালো লেগেছে, আর এই নয় কলম বোঝার মতই জিনিস, তখন ।

এই নয় কলম কোনো শাস্ত্রে নেই। কিন্তু যা আমি পালন করছি আর যা সর্বদা আমার সত্ত্বায় আছে তাই তোমাকে করার জন্যে দিয়েছি। আমি যেভাবে ব্যবহার করি

সেইভাবে এই কলমে লেখা হয়েছে। এই নয় কলম অনুসারেই আমার ব্যবহার হয় কিন্তু তবুও আমাকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান তো যিনি ভিতরে আছেন তিনিই ! নয়তো কোনো মানুষ এমন ব্যবহার করতে পারে না ।

চৌদ্দ লোকের সার আছে এর মধ্যে । এই যে নয় কলম লেখা হয়েছে এতে চোদ্দ লোকের সার আছে । পুরো চোদ্দ লোকের যে দই তা মন্থন করে এই মাখন তুলে এনেছি । সেইজন্যে এরা সবাই এত পূণ্যবান যে (অক্রম-মার্গের) লিফটে বসে বসে মোক্ষে যাচ্ছে । হ্যাঁ, ব্যাস শর্ত এইটুকুই যে হাত বাইরে বের করবে না !

এই নয় কলম তো কোথাও নেই । নয় কলম তো পূর্ণ পুরুষই লিখতে পারেন। (সাধারণতঃ) উনি তো থাকেনই না ; উনি থাকলে তো লোকেদের কল্যাণ হয়ে যায় ।

বীতরাগ বিজ্ঞানের সার !

এই ভাবনা করার সময় কিরকম হওয়া উচিৎ ? পড়ার সময় প্রত্যেকটি শব্দ চোখের সামনে থাকা দরকার । যদি 'তুমি পড়ছো' এরকম 'দ্যাখো' তাহলে তুমি অন্য জায়গায় মগ্ন হবে না । এই ভাবনা ভাবার সময় তুমি অন্যত্র যাবে না । আমি একটি ক্ষণের জন্যেও অন্য জায়গায় যাই না । সেই মার্গে তোমাকেও আসতে হবে তো? যে জায়গায় আমি আছি সেখানে ! এই ভাবনা ভাবলে পূর্ণ হতে থাকবে । এই ভাবনাটাই করার যোগ্য ।

হ্যাঁ, মন-বচন-কায়া একত্র রেখে করার এই ভাবনা কর। এ অবশ্যই করবে। সেইজন্যে এখন তুমি নয় কলম তো নিশচয়ই করবে। সম্পূর্ণ বীতরাগ বিজ্ঞানের সার এই নয় কলম ! আর প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান সব কিছু এর মধ্যে এসে যায়। এইরকম কলম কোথাও বেরোয়নি। যেমন এই ব্রহ্মচর্যের বই বেরোয়নি, তেমনি এই নয় কলম-ও বেরোয়নি। এই কলম যে পড়বে, এই ভাবনা যে ভাববে তার জগতে কারোর সাথে শত্রুতা থাকবে না , সবার সাথে মৈত্রী থাকবে। এই নয় কলম তো সমস্ত শাস্ত্রের সার ।

জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলতে হবে)

হে অন্তর্যামী পরমাত্মা ! আপনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজমান, তেমনি আমার অন্তরেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপ-ই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি ।

অজ্ঞানতাবশতঃ আমি যে যে ** দোষ করেছি , সেই সমস্ত দোষ আপনার সম্মুখে স্বীকার করছি । হৃদয়পূর্বক তার অনেক পশ্চাতাপ করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন এবং পুনরায় এমন দোষ না করি , আপনি আমাকে এমন শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এই কৃপা করুন যাতে আমার ভেদভাব দূর হয় এবং অভেদ স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। আমি আপনার সাথে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার হয়ে থাকি ।

** যা যা দোষ হয়েছে , তা মনে মনে বলতে হবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে, দেহধারী (যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম) - এর মন-বচন-কায়ার যোগে, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান আপনাকে সাক্ষী রেখে আজকের দিন পর্য্যন্ত আমার যা যা ** দোষ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হৃদয়পূর্বক অনেক পশ্চাতাপ করছি । আমাকে ক্ষমা করুন । আর পুনরায় এমন দোষ কখনও করব না , এরকম দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে এর জন্য শক্তি দিন , শক্তি দিন , শক্তি দিন ।

** ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, বিষয়-বিকার, কষায় ইত্যাদি দ্বারা কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকলে সেই সব দোষ মনে করতে হবে ।

<u>দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ</u>

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
৬. জগৎকর্তা কৌন ?
৭. ভুগতে উসী কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২.ক্রোধ
১৩. ম্যাঁয় কৌন হুঁ ?
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
১৫. মানব ধর্ম
১৬. সেবা-পরোপকার
১৭. ত্রিমন্ত্র
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
১৯. দান
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২১. দাদা ভগবান কৌন ?
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
২৩. প্রেম
২৪. অহিংসা
২৫. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৬. পাপ-পুণ্য
২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
২৮. চমৎকার
২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ. . .
৩০. প্যায়সোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার (সং)
৩২. মাতা-পিতা ঔর বচ্চোঁ কা ব্যবহার (সং)
৩৩. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
৩৪. নিজদোষ দর্শন সে. . . নির্দোষ
৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
৩৬. গুরু-শিষ্য
৩৭. আপ্তবাণী - ১
৩৮. আপ্তবাণী - ২
৩৯. আপ্তবাণী - ৩
৪০. আপ্তবাণী - ৪
৪১. আপ্তবাণী - ৫
৪২. আপ্তবাণী - ৬
৪৩. আপ্তবাণী - ৭
৪৪. আপ্তবাণী - ৮
৪৫. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

*** দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ ।**

*** দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী''' পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।**

**<u>প্রাপ্তিস্থান</u> : ত্রি-মন্দির সঙ্কুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - 382421
ফোন : (079) 39830100, E-mail : info@dadabhagwan.org**

সার , সমস্ত শাস্ত্রের !

ক্রমিক মার্গের এত বড় শাস্ত্র পড়ো আর নয়তো শুধু এই নয় কলম বলো , তাহলেও অনেক হয়ে যায় । নয় কলমে অদ্ভুত শক্তি আছে ! এই নয় কলম শাস্ত্রে নেই কিন্তু আমি যা পালন করি আর যা সর্বদা আমার সত্ত্বাতেই আছে তা তোমাদের করার জন্যে দিয়েছি । সেইজন্যে তুমি এই নয় কলম তো অবশ্যই করবে । সমস্ত বীতরাগ বিজ্ঞানের সার এই নয় কলম !

দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹ 20